গাংনীর সাহারবাটি ইউপিতে ক্রীড়া সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে খেলাধুলার সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এডিবি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত মানের হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, এডিবি’র প্রতিনিধি কামরুল হাসান, ইউপি সদস্য বাশিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, আব্বাস আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকরা।

সুমাইয়া খাতুন নামে এক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মা বলেন, “আমার মেয়ে চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট পায়। হুইলচেয়ারটি পেয়ে অনেক উপকার হলো। এখন তাকে সহজে যাতায়াত করাতে পারব।”

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা বলেন, “কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিষ স্প্রে মেশিন ও আরসিসি পাইপও বিতরণ করা হয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারে সহায়তার হাত বাড়ালেন গাংনীর ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভ্যানচালক আব্দুল লতিবের পরিবারের দুর্দশার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ইউএনও আনোয়ার হোসেন নিজে আব্দুল লতিবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লতিবের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তারা চরম মানবিক সংকটে পড়ে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংবাদটি দেখেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।”

এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা পেয়ে আব্দুল লতিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এতে আমাদের পরিবার উপকৃত হলো।”

স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও পরিবারটির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন ভ্যান বা আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান জরুরি।

গাংনীতে ফ্রিজ কিনে মিলল ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মার্সেলের ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার জিতেছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা মো. মিঠুন আলী।

মঙ্গলবার দুপুরে বামন্দী বাজারে এক আয়োজনের মাধ্যমে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তার স্ত্রী রিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজ ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও অভিনেতা আবু হেনা রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মার্সেল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন আলী জানান, তিনি গত মাসে বামন্দী বাজারের তাজ ইলেকট্রনিকস থেকে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে একটি মার্সেল ফ্রিজ ক্রয় করেন। পরে মোবাইল ফোনে একটি বার্তার মাধ্যমে জানতে পারেন, তিনি ৫০ হাজার টাকার গিফট ভাউচার পেয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে নিশ্চিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জানাই। আজ প্রিয় শিল্পী আবু হেনা রনির হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রতারনা ও আত্মসাৎ করিবার কু-মতলবে বোনদের অংশ না দেখাইয়া তাহা সংশ্লিষ্ট রেজিঃ অফিসের কর্মচারী কর্মকর্তাকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণরুপে জালিয়াতির মাধ্যমে আসামিরা যোগসাজস মূলে ভুল বুঝাইয়া বিবাদীরা ৪ ভাই একে অপরকে ৪ খানা ভুয়া দলিল সৃষ্টি করিয়া সমম্পূর্ণরূপে তঞ্চকি মুলে রেজিঃ করিয়া নিয়ে উল্লেখিত বাদীনি সহ ৩ বোনের প্রাপ্য ১২ শতক জমি জবর দখল করে এবং ৪ খানা ভুয়া দলিল কাথুলি ভূমি অফিসে দাখিল করিয়া নামজারি করে নেয়। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর গাংনী সাব-রেজিঃ অফিস হইতে কপি উত্তোলন করিয়া নাম জারি কেসে আপত্তি জানাইলে বিবাদীরা বোনদের আপন ভাই হওয়ায় তাহারা আপোষে তাদের হিস্যা মতো নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ফেরত দিতে চাহিয়া ফেরৎ না দিয়ে ঘুরাইতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা ফেরত দেবে না বলে জানিয়ে দেয়।

এদিকে, আদালতের নির্দেশে কুষ্টিয়া পিবিআই মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের পিবিআই বলেন যে, বাদীনি আখতার বানুর বাবার পরিবারে ৪ ভাই (বিবাদী) ও ৩ বোন। বর্তমানে সবাই বিবাহিত, তাদের পৃথক-পৃথক সংসার আছে। ৩ বোনের মধ্যে মেঝো বোন আরিফা খাতুন ২০২৪ সালে মৃত্যু বরণ করেছে। নালিশী জমি রেকর্ডীয় মালিক ও তার ওয়ারিশদের মধ্যে সুষম বন্টনের নিমিত্তে ০১.০৪.২০০৪ খ্রি. তারিখে ২৭৭৫ নম্বর পারিবারিক বন্টন দলিলের মাধ্যমে তাদের বর্ণিত তফসিলের জমি বন্টন দলিল সম্পাদিত হয়। উক্ত দলিল মুলে বাদীনির মা মোজিরা খাতুন, স্বামী- শামসুজ্জোহা বিশ্বাস ২নং গাড়াবাড়িয়া মৌজার ৩১৪ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত ৬০৮ নম্বর দাগের শ্রেণি ধানী ০.৭৪০০ একরের মধ্যে ০.৬৬০০ একর জমির মালিকানা অর্জন করেন। অবশিষ্ট ০.০৮০০ (৮শতক) একর জমি শামসুল আলম প্রাপ্ত হন। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন (ফারায়েজ) মোতাবেক বাদীনির মা মোজিরা খাতুনের ০.৬৬০০ (৬৬ শতক) একর জমির ন্যায্য হিস্যা মোতাবেক প্রত্যেক ভাই চার জনে ১২ শতক করে মোট ৪৮ শতক এবং প্রত্যেক বোন ৬ শতক করে তিন বোন মোট ১৮ শতক জমি পাবে।

প্রতিবেদনে পিবিআই উল্লেখ করেন, আসামিরা দন্ডবিধির ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/৪২০/৫০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরদিকে, মেহেরপুর পৌর ভূমি কর্মকর্তা পৃথক প্রতিবেদনে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আদালতের বিচারক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গত ২৭ এপ্রিল আসামি

আপন চার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গত ৩মে রবিবার পুলিশ সামসুল ইসলাম খোকনকে আটক করে। গতকাল বুধবার সামসুল আলমের অপর দুই ভাই ইমদাদুল হক ও হেলালখান সহ তিনজন জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলায় বাদি পক্ষে অ্যাড. কামরুল হাসান এবং আসামী পক্ষে রফিকুল ইসলাম, পল্লব ভট্টাচার্য, মারুফ আহমেদ বিজন, মোখলেসুর রহমান স্বপন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

গাংনীর কাথুলিতে জমি দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব, ১৪৪ ধারা জারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামে ৫১ শতক জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এ ঘটনায় আদালতে একাধিক মামলা ও রায় হলেও নতুন করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগকারী ইলিয়াস হোসেন জানান, প্রায় ৩৫ বছর আগে আরএস ৮১০ ও ৬১০ দাগভুক্ত দুই খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত ৩ বিঘা জমি তিনি ক্রয় করেন। জমিটির মালিকানা পূর্বে মঙ্গল খাঁ থেকে কিনারুন্নেসা, পরে আশরাফুল ইসলামের মাধ্যমে তার কাছে আসে। ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই জমিতে চাষাবাদ করে আসছেন।

তিনি আরও বলেন, শামসুদ্দিন নামের এক ব্যক্তি সামেদ আলীর দলিল দেখিয়ে জমির দাবি করেন। এ নিয়ে আদালতে মামলা হলে শামসুদ্দিন পরাজিত হন এবং রায় তার পক্ষেই যায়। এরপরও সামেদ আলীর ছেলে পুনরায় জমির দাবি করে আদালতে ১৪৪ ধারা জারির আবেদন করেন। এতে জমিতে থাকা ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ শহিদুল ইসলাম বলেন, ইলিয়াস হোসেনের কাছে তাদের ৫১ শতক জমি পাওনা রয়েছে। এ কারণে তারা আদালতের শরণাপন্ন

হয়েছেন। তার অভিযোগ, ইলিয়াস হোসেন পেশিশক্তি প্রয়োগ করে জমিতে চাষাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আদালত থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, উভয় পক্ষকেই সংশ্লিষ্ট জমিতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগ ওঠা গাংনীর সেই আলোচিত প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

ছাত্রীকে ধর্ষন ও অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ কে চুড়ান্ত বরখাস্ত করেছে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটি।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান গত ২৯ এপ্রিল বরখাস্তের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গতকাল (২৪ফেব্রুয়ারি২০২৬)মঙ্গলবার মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুর রহমানের আদালতে আত্মসমর্থন করে জামিনের আবেদন করে। বিচারক তার জামিন আবেদন নাম মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

সেই থেকে এখন পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আতোয়ার জানান, মামলার আলামত ফরেনসিক প্রতিবেদনের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তদন্ত

কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

এছাড়া প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় সপ্না খাতুন গত ২৪ নভেম্বর সোমবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেন। বিচারক আলী মাসুদ শেখ আবেদনটি আমলে নিয়ে মামলা নথিভুক্ত করতে গাংনী থানাকে নির্দেশ দিলে গত ২৮ নভেম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। গাংনী থানার মামলা নং ৩৪। আদালতের মামলা নম্বর ৩৬৬/২৫।

এদিকে শিক্ষা বোর্ডের বরখাস্তের চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১৫-০৪-২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির ৮৯তম সভার ৮৯(২) নং আলোচ্যসূচির ১২ (বার) নং ক্রমিকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর জেলার গাংরী উপজেলাধীন এইচ. বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জনাব রাজু আহমেদ-কে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণে অনুমতি প্রদানের জন্য আপিল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটির সভায় চূড়ান্ত বরখাস্তের আবেদন মঞ্জুর করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সপ্না খাতুন তার মামলার এজাহারে দাবি করেছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষন করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন।

এই ভাবে আসামী আমার কুষ্টিয়াতে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষন করত।

শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষন করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি।

মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সপ্নার আত্মীয়-স্বজনরা জানিয়েছেন, বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষক রাজু ও তার সহযোগীদের চাপের মুখে রয়েছেন।

বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ জেল হাজাতে থাকার কারনে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গাংনীতে বিএনপি নেতা জাফরের বিরুদ্ধে দুই গ্রামবাসীর মানববন্ধন

গ্রামবাসীকে হয়রানির অভিযোগ তুলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আকবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

রোববার বিকেলে উপজেলার মাইলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে লক্ষীনারায়ণপুর ধলা ও মাইলমারি গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক নারীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. বাবলু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন এবং মাইলমারি গ্রামের ইউপি সদস্য কাবের আলীর স্ত্রীসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, জাফর আকবর তার প্রভাব খাটিয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। তারা দাবি করেন, তার কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছেন।

এছাড়া বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, তিনি ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন এবং অতীতে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা জাফর আকবরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে মাদকের ছোবলে ঝুঁকছে তরুণরা, নীরব খেলার মাঠ

এক সময় বিকেল হলেই গাংনী উপজেলার গ্রাম ও পাড়া-মহল্লার খেলার মাঠগুলো শিশু-কিশোরদের কোলাহলে মুখর থাকতো। ফুটবল, ক্রিকেটসহ নানা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো তরুণরা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে। খেলার মাঠগুলোতে নেমে এসেছে নীরবতা, আর তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ সময় কাটাচ্ছে মোবাইল ফোনে গেম খেলে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আগের মতো মাঠে খেলাধুলার দৃশ্য এখন প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ কিশোর-তরুণ দিনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে মোবাইল স্ক্রিনে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
গাংনী পৌর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মালেক বলেন, আগে বিকেল হলেই মাঠে ছেলেদের খেলতে দেখা যেত। এখন তারা মোবাইলে বেশি সময় দিচ্ছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মেম্বার জিনারুল ইসলাম বলেন, আমি নিজেও দীর্ঘদিন সুনামের সাথে খেলাধুলা করেছি এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে খেলেছি। সেই সময় খেলাধুলার একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রজন্মকে দেখে আমি সত্যিই অবাক হই। তারা খেলাধুলা থেকে অনেকটাই বিমুখ হয়ে মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মাদকাসক্তির ঝুঁকিও দিন দিন বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি একজন মেম্বার হিসেবে বলছি, আমার মনে পড়ছে না